যুগান্তর

18 DEC 2005
১৪ ২

শিক্ষা ভবনে শিক্ষক হয়রানি নিয়মনীতির তোয়াক্কা নেই

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে দেশের হাজার হাজার শিক্ষক প্রতিদিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জরুরি ছুটি, বেতন, ছাড়, প্রমোশন, ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন কাজে আসা শিক্ষকদের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কেরানি হয়রানি করে থাকেন। তাদের কাছ থেকে অজুহাত করে থাকেন নানা সুবিধা। কোন কোন ক্ষেত্রে নাবি অনুযায়ী আর্থিক চাহিদা মেটাতে না পারলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ফাইল আটকে রাখা হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের তাগিদ থাকলে গোটা ফাইল বা ফাইলের প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি গায়েব হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

এমনি একটি হয়রানি ও হেনস্তির ভয়াবহ অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রশাসন শাখার কেরানি এনামুল হকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, ওপরে এই কেরানি সারাদেশের হাজার হাজার শিক্ষককে জিম্মি করে অবৈধভাবে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশও উপেক্ষা করে তিনি শিক্ষকদের হয়রানি করে থাকেন।

জানা যায়, কুমিল্লার বরুড়া থানার পিলাঘিরি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আমিনুল হক পাটোয়ারী বিগত দুই বছর যাবৎ বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিক্ষা ভবনের ওই কেরানি এনামুল হকের কাছে ফাইলটি আসে। কিন্তু বিগত দশ মাস যাবৎ তিনি ওই ফাইলটি আটকে রেখেছেন।

জানা গেছে, আমিনুল হক পাটোয়ারী পিলাঘিরি স্কুলে যোগদানের আগে ছোট তুলাগাঁও স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি ওই স্কুল থেকে পদত্যাগ করে পিলাঘিরি হাইস্কুলে পরের দিন ২৮ ডিসেম্বর যোগদান করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে। সূত্রমতে, পিলাঘিরি হাইস্কুলে যোগদানের আগে আমিনুল হক পাটোয়ারী নিয়মানুযায়ী ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর তুলাগাঁও হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ছাড়পত্র চান। কিন্তু তারা কোন ছাড়পত্র দেয়নি। পরে প্রথমে সরাসরি এবং পরে রেজিস্ট্রি ডাকে অব্যাহতি পত্র দেন। এদিকে আগের স্কুল কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না থাকায় পিলাঘিরি হাইস্কুলে চাকরি করা সত্ত্বেও বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না আমিনুল হক। ফলে বাধ্য হয়ে আগের স্কুলের অসহযোগিতার কথা জানিয়ে তিনি থানা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দেন। জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় এবং কুমিল্লা বোর্ড থেকে ছোট তুলাগাঁও স্কুল কর্তৃপক্ষকে ছাড়পত্র দেয়ার জন্য বারবার তাগিদও দেয়া হয়। সর্বশেষ গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর বোর্ড কর্তৃপক্ষের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ছোট তুলাগাঁও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেয়া, প্রধান শিক্ষকের সরকারি বেতনের অংশ স্থগিত ও স্কুলের এমপিও কেন বাতিল করা হবে না- মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন আদালত। এরপরও ওই স্কুল থেকে তিনি ছাড়পত্র পাননি। পরে কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশমতো বিষয়টি জানিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে সুপারিশ করে। জানা যায়, গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অধিদফতরকে পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু অধিদফতরের ওই কেরানি এক বছর যাবৎ তা আটকে রাখেন। বিষয়টি সুরাহার জন্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ফোনে ও লিখিতভাবে একাধিকবার তাগিদ দেন। এছাড়া প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকেও তাগিদ আসে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এ ব্যাপারে অধিদফতরের অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট কেরানি এনামুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যুগান্তরকে জানান, আপনার যা খুশি লিখে দেন। কোন সমস্যা নেই। আমি একা তো কাজ করি না। আমার ওপরে আরও পাঁচজন আছেন। পরিচালকসহ অন্যদের মাধ্যমেই সব কাজ হয়। আমি শুধু ফাইল উপস্থাপন করি। আমার একার কিছু করার নেই। আমি একা কিছু করি না। তিনি বলেন, রোববার অফিসে আসুন। অফিসে এসে কথা বলেন।